



220690 - হদোয়তে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর উপায়-উপকরণ বান্দার পক্ষ থেকে

প্রশ্ন

কভাবে আমরা আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয়) ও তাঁর বাণী:

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ্যাকে ইচ্ছা হদোয়তে দনে) এর মাঝে সমন্বয় করতে পারি? আল্লাহ্আমাদেরকে যে ফতিরাতরে উপর সৃষ্টি করছেন আমি সে ফতিরাতরে উপর থাকার চেষ্টা করি এবং তিনি যা কছির উপর ঈমান আনতে আমাদেরকে আদশে করছেন সেগুলোর উপর ঈমান আনার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করি। কিন্তু ইদানিং আমার কাছে এই বিষয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা আসা শুরু হয়েছে। তাই আমি এ বিষয়ে জবাব পতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

তাওফিক ও হদোয়তে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে হদোয়তে দতি চান তাকে হদোয়তে দনে; আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহতাআলা বলেন: "এটা আল্লাহর পথনির্দেশে, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা হদিয়াত করেন। আল্লাহ্যাকে বিভিন্ন করে তার কোন হদোয়াতকারী নাই।"[সূরা যুমার, ৩৯:২৩] তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ্যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে রাখেন।"[সূরা আনআম, ৬:৩৯] তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ্যাকে পথ দেখোন সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারা ই ক্ষতগ্রস্ত।"[সূরা আল-আরাফ, ৭:১৭৮]

একজন মুসলমি তার নামাযে দোয়া করে: "আমাকে সরল পথে অটল রাখুন।"[সূরা ফাতহা, ১:৬] যহেতে বান্দা জানে যে, হদোয়তে আল্লাহর হাতে। তা সত্ববেও বান্দা হদোয়তের উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে আদর্শিত। ধরৈয় রাখা, অবচিল থাকা এবং সরল পথে পথচলা শুরু করতে আদর্শিত। কারণ আল্লাহ্যাকে প্রোজ্জ্বল ববিকে-বুদ্ধি দিয়েছেন, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি



দিয়েছেন; যা দিয়ে সবে ভাল কথিবা মন্দ, হদোয়তে কথিবা পথভ্রষ্টতা নরিবাচন করতে পারে। যদি বান্দা প্রকৃত উপকরণগুলো ব্যবহার করে এবং আল্লাহ্‌তাকে হদোয়তে দনি এর জন্য সচেষ্ট থাকে তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সবে তাওফিকপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: "এভাবেই আমি একদলকে আরেকদল দ্বারা পরীক্ষা করছি; কনেনা তারা বলতে পারত, 'আল্লাহ্‌কাি আমাদরে মধ্য থেকে এদরেকহে অনুগ্রহ করলনে?' কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই কিসবচয়ে বশৌ অবগত নন?"[সূরা আনআম, ৬:৫৩]

এই যবে মাসয়ালাটা কিছু কিছু মানুষরে কাছে জটলিতা তরৌ করে সটো নিয়ে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) দীর্ঘ আলোচনা করছেন; তিনি বলেন: "যদি সব কছির উৎস হয় আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছা এবং সব কছির তাঁর হাতহে থাকে তাহলে মানুষরে পথ কী? যদি আল্লাহ্‌তাআলা মানুষরে পথভ্রষ্ট হওয়া ও হদোয়তে না-পাওয়া তাকদীরে রাখনে তাহলে মানুষরে উপায় কী? আমরা বলব: এর জবাব হচ্ছবে আল্লাহ্‌তাআলা কবেল তাকহে হদোয়তে দান করনে যবে হদোয়তে পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাকহে পথভ্রষ্ট করনে যবে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: "কনিতু তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ্‌ও তাদরে অন্তরকে বাঁকা করে দলিনে।"[সূরা আছ-ছফ, ৬১:৫] তিনি আরও বলেন:"অতএব তাদরে অঙগীকার ভঙগরে কারণে আমি তাদরেকবে অভসিম্পাত দয়িছে এবং তাদরে অন্তরসমূহ কঠনি করছি। তারা শব্দসমূহরে সঠিকি অর্থ বকিত করে। তাদরেকবে যা স্মরণ করয়িবে দেওয়া হয়ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তারা ভুলে গয়িছে।"[সূরা আল-মাইদাহ, ৫:১৩]

আল্লাহ্‌পরস্কারভাবে উল্লেখ করছেন যবে, তিনি যবে বান্দাকবে পথভ্রষ্ট করছেন তাকবে পথভ্রষ্ট করার কারণ সবে বান্দার পক্ষ থেকেহে। বান্দা তবে জানবে না আল্লাহ্‌তার তাকদীরে কী রেখেছেন। যবেহেতু তাকদীরকৃত বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার পর সবে তাকদীররে কথা জানতে পারে। সবে জানবে না যবে, আল্লাহ্‌কাি তাকবে পথভ্রষ্ট হসিববে তাকদীররে রেখেছেন; নাকি হদোয়তেপ্রাপ্ত হসিববে? সুতরাং সবে নজিবে ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করে কনে আপত্তি আরোপ করবে যবে আল্লাহ্‌ই তার জন্য সটো চয়েছেন! তার জন্য কী এটাই উপযুক্ত ছিল না যবে, সবে নজিবে হদোয়তেরে পথে চলবে এবং এরপর বলবে: নশিচয় আল্লাহ্‌আমাকবে সঠিকি পথে পরচালিতি করছেন।

এটা কী তার জন্য সমীচীন যবে পথভ্রষ্ট হওয়ার ক্ষতেরে সবে জাবারিয়া (নয়িতবিদী) হববে, আর আনুগত্যরে সময় সবে কাদারিয়া (তাকদীর অস্বীকারকারী) হববে! কক্ষনবে নয়, পথভ্রষ্টতা ও গুনাহর ক্ষতেরে কনোন মানুষরে জাবারিয়া হওয়া সমীচীন নয় যবে, পথভ্রষ্ট হয়ে কথিবা গুনাহ করে সবে বলবে: এটি আমার জন্য লখো ছিল ও তাকদীরে ছিল, আল্লাহ্‌আমার জন্য যা ফয়সালা করে রেখেছেন সটো থেকে বরে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষরে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়ছে। রযিকিরে বিষয়টির চয়ে হদোয়তেরে বিষয় অধিকি প্রচ্ছন্ন নয়। সকলরে কাছহে সুবদিতি যবে, মানুষরে রযিকি পূর্বনির্ধারণিতি (তাকদীরকৃত)। কনিতু তা সত্ববেও মানুষ রযিকি লাভরে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার চেষ্টা করে; নজিরে দেশে থেকে, বদিশে গয়িবে, ডানে, বামে। কবে নজি বাড়ীতে বসে থেকে বলবে না যবে: আমার জন্য যবে রযিকি নির্ধারণ করা আছে সটো আমার কাছে আসবেই। বরং রযিকি লাভরে উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা



করে। অথচ রযিকিরে সাথে আমলরে কথাও আছে; যমেনটীহাদসিে সাব্যস্তু হয়ছেে।

নকে আমল বা বদ আমল করা যমেন লপিবিদ্ধ ঠকি তমেনরিযিকিও লপিবিদ্ধ। তাহলে দুনিয়ার রযিকি তালাশ করার জন্য আপনি ডানে যান, বামে যান, পৃথবীতে ঘুরে বড়োন; অথচ আখরিতরে রযিকি তালাশ করা ও চুড়ান্ত সুখ লাভে সফল হওয়ার জন্য আপনিনিকে আমল করবনে না!!

অথচ দুটো একই ধরণরে। দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। আপনি যমেন রযিকিরে জন্য চেষ্টা করনে, নিজরে জীবন ও বয়সকে প্রলম্বতি করার প্রচেষ্টা করনে: আপনি অসুস্থ হলে পৃথবীর আনাচকোনাচে ভাল ডাক্তাররে অনুসন্ধান করনে যনি আপনার রোগরে চকিৎসা দতিে পারবে। অথচ আপনার আয়ু যতটুকু নরিধারণ করা আছে তার চয়েে একটুও বাড়বে না, কথিবা কমবে না। আপনি তিে এর উপর নরিভর করে বসে থাকনে না এবং বলনে না যে, আমি অসুস্থ হয়ে আমার ঘরে পড়ে থাকব; আল্লাহ্যদি আমার আরও দীর্ঘ হয়াত নরিধারণ করে রাখনে (তাকদীরে রাখনে) তাহলে হয়াত দীর্ঘায়তি হবহে। বরং আমরা দেখতে পাই যে, আপনি আপনার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করনে, সন্ধান করনে যাতে করে এমন কোন ডাক্তার খুঁজে পান যার হাতে রোগ থেকে সুস্থ হওয়া আল্লাহ্নরিধারণ করে রেখেছেনে।

তবে আপনার আখরিতরে ও সৎকর্মরে পন্থা কনে দুনিয়ার কর্মপন্থার মত হয় না? ইতপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ক্বাযা বা আল্লাহ্র ফয়সালা হছেে এমন এক গোপন গূঢ় রহস্য যা জানা সম্ভবপর নয়।

এখন আপনার সামনে দুটো পথ খোলা আছে:

- এক পথ আপনাকে নরিপত্তা, সফলতা, সুখ ও সম্মানে পৌঁছাবে।
- অপর পথ আপনাকে ধ্বংস, অনুতপ্ততা ও অসম্মানে পৌঁছাবে।

আপনি এখন এ দুটো রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছনে এবং আপনি স্বাধীন। এমন কটে নাই যে আপনাকে ডানরে রাস্তায় চলতে বাধা দবিে কথিবা বামরে রাস্তায় চলতে বাধা দবিে। আপনি চাইলে এই পথেও যতে পারনে এবং ঐ পথেও যতে পারনে।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, মানুষ তার স্বনরিবাচতি কর্মে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে। অর্থাৎ সে তার দুনিয়াবী কর্মে যভেবে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে; অনুরূপভাবে সে তার আখরিতরে পথেও এভাবে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। বরং আখরিতরে পথগুলো দুনিয়ার পথগুলোর চয়েে আরো বেশি সুস্পষ্ট। কারণ আখরিতরে পথগুলোর বর্ণনাকারী আল্লাহ্তাআলা নিজিে; তাঁর নাযলিক্ত গ্রন্থে ও তাঁর রাসুলরে মুখে। তাই আখরিতরে পথগুলো দুনিয়ার পথগুলোর চয়েে অধিক স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তা সত্তবেও মানুষ দুনিয়ার পথগুলো ধরে অগ্রসর হয়; যার ফলাফলে গ্যারান্টি নাই। কনি্তু আখরিতরে পথগুলো বর্জন করে; অথচ সগুলোর ফলাফল গ্যারান্টিযুক্ত ও সুবদতি; কনেনা এর ফলাফল আল্লাহ্র প্রতশিরুত। আল্লাহ্তাঁর প্রতশিরুতি ভঙগ করনে না।



এই আলোচনার পর আমরা বলব: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এই আকদিককে প্রত্যাশিত করছেন। তারা তাদের আকদিক-বিশ্বাস এভাবে ঠিকি করছেন যে, মানুষ নিজ ইচ্ছায় তার কর্ম করে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী সে কথা বলে। কিন্তু তার ইচ্ছা ও এখতিয়ার আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্ৰায়ের অনুবর্তী।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ঈমান রাখে যে, আল্লাহর অভিপ্ৰায় তাঁর হকেমত (প্রজ্ঞা)-র অনুবর্তী। আল্লাহর তাআলার হকেমত বরজতি কোন অভিপ্ৰায় নাই; বরং তাঁর অভিপ্ৰায় তাঁর হকেমতের অনুবর্তী। কেননা আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে রয়েছে الحَكِيم "আল-হাকীম" (বিচারক, নপিগ ও প্রজ্ঞাবান)। "আল-হাকীম" হচ্ছে— যিনি সবকিছুর অসুত্বেগত ও আইনগত সিদ্ধান্ত দেন এবং কর্ম ও সৃষ্টির দিক থেকে সবকিছুকে নপিগভাবে সম্পাদন করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে যার জন্য ইচ্ছা হদোয়তে নির্ধারণ করে রাখেন, যার ব্যাপারে জানেন যে সে সত্যকে গ্রহণ করতে চায় ও তার অন্তর সঠিক পথে আছে এবং যে এমন নয় তার জন্য পথভ্রষ্টতা নির্ধারণ করে রাখেন, যার কাছে ইসলামকে পশে করা হলে তার অন্তর সংকুচিত হয়ে পড়ে যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা এমন ব্যক্তির হদোয়তে প্রাপ্ত হওয়াকে অস্বীকার করে; তবে যদি না আল্লাহ তাআলা তাঁর সংকল্পকে নবায়ন করেন এবং তাঁর পূর্ব ইচ্ছাকে অন্য কোন ইচ্ছা দিয়ে পরিবর্তন করেন। আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে ক্বমতাবান। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হকেমত (প্রজ্ঞা)-র দাবী হচ্ছে— হতুর ফলাফল সাথে সম্পৃক্ত থাকা। "[রসিলা ফলি কাযা ওয়াল ক্বাদর (পৃষ্ঠা-১৪-২১) থেকে সংক্ষেপে ও সমাপ্ত]

একজন মুসলমি ক্বাযা ও ক্বাদর (ভাগ্য ও নিয়তি)-এর বিষয়টি যে কর্মের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে তার সাথে এভাবেই বুঝে থাকে। যে কর্মের উপর তার সুখ ও দুঃখ নির্ভর করে। হদোয়তে প্রাপ্তি ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ হচ্ছে— নকে আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এই হল জান্নাত; তোমাদের কর্মের প্রতিদিনে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।" [সূরা আরাফ, ৭:৪৩] তিনি আরও বলেন: "তোমরা যসেব (ভাল) কাজ করতে তার প্রতিদিনস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা নাহল, ১৬:৩২] আর পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের প্রবেশের কারণ হচ্ছে— আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারপর অন্যায়কারীদেরকে বলা হবে, 'চরিত্র শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা যা উপার্জন করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।" [সূরা ইউনুস, ১০:৫২] তিনি আরও বলেন: "তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য চরিস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।" [সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:১৪]

এভাবে বুঝলে একজন মুসলমি সঠিক পথে তার প্রথম পদক্ষেপে ফলেতে পারবে। সে তার জীবনের একটি মুহূর্তও আল্লাহর পথে আমল করা ছাড়া নষ্ট করবে না। একই সময়ে সে তার রবের প্রতি বিনয়ী থাকবে এবং উপলব্ধি করবে যে, তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও জমনির নিয়ন্ত্রণ। তখন সে সার্বক্ষণিক তাঁর কাছে ভিত্তি হয়ে থাকা ও তাঁর তাওফিক প্রাপ্তির প্রয়োজন অনুভব করবে।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য হদোয়তে প্রাপ্তি এবং সকল ভাল কর্মের তাওফিক প্রার্থনা করছি।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।